বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০০০

৫ জুন

"২০০০ পরিবেশ সহস্রাব্দ তৎপর হওয়ার এখনই সময়"

পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচী নির্ধারিত প্রতিপাদ্য "২০০০, পরিবেশ সহস্রাব্দ, তৎপর হওয়ার এখনই সময়" নিঃসন্দেহে সময়োপযোগী।

গ্রীণ হাউস প্রভাব, ওজোনস্তর ক্ষয়, আবহাওয়া পরিবর্তন, মরুময়তা, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, ভূমন্ডলীয় তাপবৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে ক্রমাগতভাবে পৃথিবীর পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে। বিশ্ববাসীকে ঐকাবদ্ধভাবে এই অভিন্ন সমস্যা মোকাবিলা করতে হবে। বিপুল জনসংখ্যার চাপে বাংলাদেশ দিন দিন পরিবেশগত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনভেনশন ও প্রটোকলে স্বাক্ষরদানসহ বাংলাদেশ পরিবেশের এ বিপর্যয় রোধে ইতিমধ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। জনসাধারণের মধ্যে পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসের অঙ্গীকার সবার মাঝে কার্যকরভাবে প্রতিফলিত হোক- এ কামনা করি।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ

কাজের সময় এখনই

মোশাররফ হোসাইন
মহাপরিচালক

দুই হাজার মিলেনিয়ামকে সামনে রেখে পরিবেশ রক্ষায় যে শপথবাণী উচ্চারণ করেছে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি, তার সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করছি আমরাও। বস্তুত, এ শপথ শুধু বর্তমান মিলেনিয়ামের জন্য নয়, তা একুশ শতকেরও চ্যালেঞ্জ বটে। আজ বিশ্বজোড়া পরিবেশের যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে মনুষ্য কর্মকান্ডের দরুণ, অনিবার্যভাবেই তার কুফলে ভুগছে এই পৃথিবী এবং এর মানুষ।

এ বছরের প্রতিপাদ্য '2000 The Environment Millennium-Time to Act.' অর্থাৎ '২০০০-পরিবেশ সাল-কাজ করার এখনই সময়'-সর্বতোভাবে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে এ গ্রহের সার্বিক অবনয়ন চিত্রকে। গোটা পৃথিবী, এর সম্পদ এবং মানুষ আজ চরম পরিবেশগত বিপর্যয়ের সম্মুখীন। অচিরেই হয়তো এর নজীরবিহীন বিরূপ প্রভাব সমগ্র মানবজাতির অস্তিত্বকে আঘাত হানতে ছুটে আসবে যদি না আমরা পরিবেশ রক্ষায় ব্রতী হই। আর তাই পৃথিবীকে রক্ষায় দেশ-জাতি-বর্ণ-ভৌগোলিক সীমারেখা সবকিছু ভুলে তৎপর হতে হবে সবাইকে এবং এখনই। কারণ গ্রীণহাউস প্রভাব, আবহাওয়ার বিরূপ পরিবর্তন, ওজোনস্তরের ক্ষয়, মরুময়তা প্রভৃতি বর্তমান বিশ্বের প্রতি চরম হুমকি। আঞ্চলিক এবং স্থানিক হুমকি তো রয়েছেই।

বাংলাদেশ ছোট একটি দেশ। জনসংখ্যা প্রচুর এবং বিশ্বের দরিদ্রতম দেশের অন্যতম একটি দেশ। ক্ষুধা-দারিদ্র-ব্যাধি, প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং অশিক্ষা যার নিত্যসঙ্গী। উপরন্তু, এসবের মধ্যে যোগ হয়েছে পরিবেশ সমস্যা। আঞ্চলিক বা স্থানিক বহুবিধ পরিবেশ-প্রাতিবেশিক সমস্যা ছাড়াও ভৌগোলিকভাবে ও নাজুক অবস্থানের কারণে এবং বৈশ্বিক সমস্যায় এদেশটির ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। গ্রীণহাউস প্রভাবের দরুণ সাগরবক্ষ স্ফীত হলে বাংলাদেশের নিম্নাঞ্চল সবটাই তলিয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও, পরিবেশের যেকোন বড় বিপর্যয় মোকাবেলা করার মতো প্রযুক্তি, অর্থ বা সম্পদ এদেশের নেই। নেই বিশাল-বিপুল ভূ-খণ্ড, যাতে দুর্যোগ বা সাগরবক্ষে তলিয়ে যাবার প্রাক্কালে অগুনতি মানুষ 'এনভায়রনমেন্টাল রিফিউজি' হিশেবে ভূ-খণ্ডের অন্য অঞ্চলে আশ্রয় নেবে।

কোন এক অঞ্চল বা দেশকে অন্য ভূ-খণ্ড থেকে পরিবেশগত দৃষ্টিকোণ থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবা যায় না। বিশেষত জলবায়ু পরিবর্তন, উত্তপ্ত ভূ মন্ডল, ওজোনস্তরের অবক্ষয় প্রভৃতি বৈশ্বিক সমস্যা। বাংলাদেশে এসবের প্রভাব সীমাহীন। তার উপর এদেশটি প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিকভাবে অত্যন্ত নাজুক অবস্থানে। এছাড়া ক্ষুধা-দারিদ্র-জনসংখ্যার আধিক্য ইত্যাদি পরিবেশকে আরও বিপন্ন করে তুলেছে। যে কোন পরিবেশগত বিপর্যয়ে বাংলাদেশের ভোগান্তির সম্ভাবনা বেশি।

বর্তমান সরকার পরিবেশ সংরক্ষণে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। এ লক্ষ্যে একের পর এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গৃহীত হচ্ছে। নেমাপ কার্যক্রম একটি অনুকরণীয় পদক্ষেপ এবং ১৯৯২ সালে ধরিত্রী সম্মেলন-এ গৃহীত এজেন্ডা-২১ বাস্তবায়নে আংশিক শর্ত পূরণ হবে এই কার্যক্রমের আওতায়। জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বা নেমাপ হলো বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেশ তথা সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনগণের সঙ্গে আলোচনা ও পরামর্শক্রমে এবং তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দিষ্টকৃত তাদের অংশগ্রহণে একটি কর্মসূচি দলিল যার বেশ কিছু কর্মসূচি বর্তমানে SEMP প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। পরিবেশ রক্ষায় সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়েছে সম্প্রতি পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ সংশোধন এবং পরিবেশ আদালত ২০০০ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে।

পরিবেশ রক্ষায় একদিকে সরকার যেমন তৎপর, অন্যদিকে দিন দিন জনসচেতনতাও বাড়ছে। আমরা আজ ১৯৯০ সালে ঘোষিত পরিবেশ দশক পার করে দিয়ে ২০০০ সহস্রাব্দে প্রবেশ করেছি। বিগত এক দশকে আমরা আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও স্থানীয়ভাবে পরিবেশ সংরক্ষণে ও জনসচেতনতা সৃষ্টিতে খানিকটা এগিয়েছি কিন্তু তা আদৌ যথেষ্ট নয়। এজন্য একদিকে যেমন সরকারের নিরলস প্রয়াস রয়েছে, অন্যদিকে সুশীল সমাজসহ সকল স্তরের জনসাধারণের অংশগ্রহণেরও প্রয়োজন রয়েছে।

পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০০০) এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭-এর আওতায় নিয়মিতভাবে পানি, মাটি, বায়ু দূষণ-এর মনিটরিং কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। পরিবেশ অধিদপ্তর ইতোমধ্যে বৈশ্বিক পরিবেশ সমস্যা যথা জলবায়ু পরিবর্তন এবং ওজোনস্তরের ক্ষয় রোধে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে। ঢাকা সহ অন্যান্য প্রধান নগরীসমূহের বায়ু দূষণরোধে বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত হচ্ছে এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট। অন্যদিকে, কানাডীয় সিডা-এর আর্থিক সহায়তায় আরো একটি প্রকল্প (বাংলাদেশ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প) বাস্তবায়িত হচ্ছে, যার মূল উদ্দেশ্য পরিবেশ অধিদপ্তরকে শক্তিশালীকরণ।

১৯৯২ সালে প্রণীত হয় পরিবেশ নীতি এবং পরিবেশ সংরক্ষণ আইন কার্যকর হয় ১৯৯৫ সালে। এর আওতায় বিধিমালা ১৯৯৭ অনুমোদন ও প্রয়োগ দেশে দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান চিহ্নিতকরণ ও সেসবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নতুন শিল্প-কারখানায় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে চালুকৃত ছাড়পত্র গ্রহণ একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। শুধু শিল্প ক্ষেত্রেই নয়, সরকারী-বেসরকারী যে কোন উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রেই ছাড়পত্র গ্রহণের বিধান রয়েছে। ইতোমধ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর ৪ (চার) টি শিল্প সেক্টরের জন্য পরিবেশ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা প্রণয়ন করেছে। আরো ১৮ (আঠারো)টি শিল্প সেক্টরের জন্য পরিবেশ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা প্রণয়নের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। অত্যধিক জনসংখ্যার কারণে এর সীমিত সম্পদের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ছে। ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে সার্বিক পরিবেশ। সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে পরিবেশ সমস্যা মোকাবেলা করাও হয়ে পড়ছে দুষ্কর। বায়ু দূষণ, নদ-নদীর পানি দূষণ, বন উজাড় এবং জলবায়ুর পরিবর্তন বাংলাদেশের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়। অন্যদিকে, জমির প্রান্তিকতা, ভূমিহীন কৃষকের ক্রমাগত সংখ্যা বৃদ্ধি, বনাঞ্চলের ঘাটতি এবং নদীভাঙ্গন ইত্যাদি সমস্যাতেও বাংলাদেশ পীড়িত। এর উপর আছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঝড়ঝঞ্ঝা, প্রলয়ংকরী জলোচ্ছ্বাস, নজীরবিহীন বন্যা প্রভৃতি। তদুপরি উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দায়ী না হয়েও সমুদ্রপৃষ্ঠ ফুঁসে ওঠার শিকার হবে দেশটি। সুতরাং সমস্যা বহুমুখী। এ সকল সমস্যা সমাধানে যেমন দেশীয় উদ্যোগ দরকার তেমনি আন্তর্জাতিক উদ্যোগ ও সহযোগিতার প্রয়োজন। কিন্তু এজন্য জরুরি নিজের ভিত শক্ত করা। এটি সম্ভব কেবলমাত্র সরকারের সাথে সাথে আপামর জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টা। আজকের দিনে উন্নয়ন মানে শুধু অর্থনৈতিক উৎকর্ষতা সাধন নয়। উন্নয়ন দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই করতে হলে পরিবেশকেও দূষণমুক্ত রাখতে হবে।

বিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পরিবেশের উন্নয়নে, দেশের প্রবৃদ্ধি সাধনে আমরা আরো এগিয়ে যাবো-নতুন শতাব্দীতে আমরা মাথা তুলে দাঁড়াবো, এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

অঙ্গসজ্জা ও পরিকল্পনা ঃ এ্যাড এম্পায়ার

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে বাংলাদেশে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। সমগ্র বিশ্ব এখন পরিবেশ সমস্যায় বিপর্যস্ত। মানুষের অপরিণামদর্শী কর্মকাণ্ডের ফলে পরিবেশের ব্যাপক অবক্ষয় ঘটেছে। ফলে মানবজাতির অস্তিত্ব আজ হুমকির সম্মুখীন। তবে আশার কথা বর্তমানে বিশ্বব্যাপী পরিবেশ বিষয়ে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্ববাসীর সাথে বাংলাদেশও বর্তমানে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পরিমণ্ডলে পরিবেশ রক্ষায় সোচ্চার।

পরিবেশ রক্ষায় আমাদের সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সরকার পরিবেশ সহায়ক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রটোকল ও চুক্তিতে স্বাক্ষর দান করেছে। দেশের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, সুন্দরবন এলাকায় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, নগর বনায়ন, উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী প্রকল্পসহ সারাদেশে পরিবেশ উন্নয়নমূলক ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারের পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায় বেসরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আমি সচেতন মহলের প্রতি আহ্বান জানাই।

আসুন পরিবেশ রক্ষায় দলমত নির্বিশেষে সমাজের সকলে আমরা একসাথে কাজ করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

প্রতিমন্ত্রী
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের প্রতিটি মানুষই সুস্থ ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ সাবলীল জীবনের জন্য বদ্ধপরিকর। আর এ সুস্থ জীবনের জন্য সুস্থ, সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশের কোন বিকল্প নেই। পরিবেশ অবনতিতে সকলেই উৎকণ্ঠিত। পরিবেশ দূষণ ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিশ্বের মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচীর উদ্যোগে প্রতিবছর ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়ে থাকে।

এ বছর জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচী বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে "2000, The Environment Millennium, Time to Act. অর্থাৎ ২০০০, পরিবেশ সহস্রাব্দ, তৎপর হওয়ার এখনই সময়। পৃথিবীর পরিবেশ প্রতিবেশ সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের সরকার, বিশেষজ্ঞ মহল, গবেষণা কেন্দ্র ও জাতিসংঘ সংস্থা সমূহের সম্মিলিত সমীক্ষায় যে রূপরেখা প্রকাশিত হচ্ছে তার ভিত্তিতে বিশ্বের পরিবেশ পরিস্থিতির একটি সার্বিক চিত্র এই মূলভাবের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

পরিবেশ সমস্যার যদিও ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা নেই; তথাপি বাংলাদেশ ও তৃতীয় বিশ্বের প্রেক্ষাপটে আঞ্চলিক উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করার প্রয়োজন রয়েছে। আর আঞ্চলিক উন্নয়নই হচ্ছে পরোক্ষভাবে বিশ্বজুড়ে উন্নয়ন। আমাদের জন্য না হোক অন্ততঃ আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য চিন্তা ও পরিকল্পনা এবং তার বাস্তবায়নের সময় হচ্ছে এখন। পরিবেশ সংরক্ষণে কিছু কিছু ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে আমাদের এখনই কিছু করা উচিত, নচেৎ ভবিষ্যতে আর কিছু করার থাকবেনা।

বস্তুত ব্যাপক দূষণ, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ও পরিবেশ অবক্ষয়ের চরম সংকট মুহূর্তে আমরা একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করেছি। আজ মানবজাতির সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ পৃথিবীর জন্য সংবেদনশীল, বুদ্ধিদীপ্ত এবং দূরদর্শী এক ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন এবং মানবজাতির উন্নয়ন, উপভোগ ও সম্পদ আহরণ এবং পরিবেশের মধ্যে শৌর্যমা ও সমন্বয় সাধন। নির্মল বাতাস, বিশুদ্ধ পানি, উৎপাদনশীল জমি, প্রাকৃতিক মনোরম নৈসর্গিক শোভা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য, আনন্দ ও বিনোদনের উৎস এবং পরিবেশের অর্থনৈতিক সকল সম্ভাবনা ও লাভ সংরক্ষণের নিশ্চয়তা সকল মানুষের অধিকার। আমরা মানবাধিকারের কথা বলি-অনুরূপভাবেই পরিবেশ রক্ষা পৃথিবীর অধিকার এবং তা মানবাধিকার ও মানব সন্তানের অস্তিত্ব রক্ষারই যুক্তিসঙ্গত বিস্তার ও ব্যাপ্তি।

পরিবেশ সংরক্ষণ, দূষণরোধ ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি যুব সমাজসহ সমগ্র জনগোষ্ঠী, সরকারী, আধা-সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানকে পরিবেশ রক্ষার কাজে অংশগ্রহণের এখনই সময়। সময় ক্ষেপনের কোন অবকাশ নেই।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০০০ সফল হোক।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

এইচ. এন. আশিকুর রহমান

Message of UN Secretary-General

We may be at the dawn of a new millennium, but the environmental problems we face are painfully familar. They may even be getting worse. Despite the Earth Summit, and despite success stories like the Montreal protocol to protect the Ozone Layer, human beings continue to plunder the global environment. Unsustainable practices remain deeply embedded in the fabric of our daily lives. We are failing to protect resources and ecosystems. We are failing to invest enough in alternative technologies, especially for energy. We are failing even to keep debate alive.

These are deeply troubling trends. I recommend four priorities for reversing them.

First, we need a major public education effort. Understanding of the challenges we face is alarmingly low. Corporations and consumers alike need to recognize that their choices can have significant consequences. Schools and civil society groups have crucial role to play.

Second, environmental issues must be fundamentally repositioned in the policy-making arena. The environment must become better integrated into mainstream economic policy and the surest way is through green accounting.

Third, Governments must not only create environmental agreements, they must enforce them. They can, for example, cut the subsidies that sustain environmental by agreements, they must enforce them. They can, for example, cut the subsidies that sustain environmentally harmful activities each and every year. They can also devise more environment-friendly inccentives for markets to respond to.

And fourth, we need sound scientific information. This is the only basis for effective policy, yet large gaps in our knowledge remain.

Technological breakthroughs that are unimaginable today may well solve some of the environmental challenges we face. But it would be foolish to count on them and to continue with business as usual. The theme for this year's World Environment Day says it best: the year 2000 begins the environment millennium; the time to act is now. There will be no easy solutions. Unpleasant ecological surprises lie ahead. But the start of the new century could not be a more opportune time to commit ourselves-peoples as well as governments-to a new ethic of conservation and stewardship.

Kofi Annan
UN Secretary-General

মন্ত্রী
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুসারে বিশ্ববাসীকে পরিবেশ দূষণ এবং এর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতন করার উদ্দেশ্যে প্রতি বছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপিত হচ্ছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়ে আসছে।

জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি এ বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে 2000 The Environment Millennium, Time to Act.-অর্থাৎ ২০০০ পরিবেশ সহস্রাব্দ, তৎপর হওয়ার এখনই সময়। ১৯৭২ সালে জাতিসংঘের উদ্যোগে বিশ্ব পরিবেশ নিয়ে প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনের পর থেকে পৃথিবীতে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ, বিতরণ ও সরবরাহের ক্ষেত্রে দেশে দেশে সৃষ্টি হয়েছে ব্যাপক বৈষম্য। সার্বিক পরিবেশের তেমন কোন উন্নতি হয়নি, বরং পরিবেশ সংকট মহামারীর আকারে গ্রাস করতে আসছে সমগ্র পৃথিবীকে। এর পরিপ্রেক্ষিতে এ বছরের প্রতিপাদ্য বিশেষ গুরুত্ববহ।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার লক্ষ্যে বিরামহীনভাবে কাজ করে চলছে। বাংলাদেশ স্বাক্ষরিত সকল আন্তর্জাতিক চুক্তি ও প্রটোকল বাস্তবায়নে সরকার ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। NEMAP ও Agenda-21-এর প্রেক্ষাপটে দেশের পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য প্রকল্প গ্রহণসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রমও গৃহীত হয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণ আইনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে পরিবেশ আদালত আইন ২০০০, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন ২০০০, এবং বন (সংশোধন) আইন, ২০০০ প্রণীত হয়েছে।

বিশ্ব পরিবেশগত সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে একটি সুন্দর ও নিরাপদ পৃথিবী গড়ে তোলাই হচ্ছে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য। এ লক্ষ্য ও তাৎপর্যকে সামনে রেখে পরিবেশ সংরক্ষণে জনগণের সচেতনতা ও সম্মিলিত প্রয়াস প্রত্যাশা করছি।

আমি বিশ্ব পরিবেশ দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী

Message

The United Nations is privileged to participate in Bangladesh's celebration of World Environment Day, 2000. The theme for this year's World Environment Day, "2000: The Environment Millennium-Time to Act." is an urgent appeal to each and every one of us to renew our commitments to cherish and respect the planet that sustains us. We in the United Nations, interpret this theme of the year as the integration of environmental thinking into the mainstream of economic development through poverty alleviation, agriculture, trade, investment, infrastructure, research and training. As we enter the new millennium, our continued efforts will be needed to ensure a sage and sustainable environment for future generations. The observance of this day also helps with focusing on the manner in which humanity is imperiling its own habitat and to emphasise the urgent need to change our attitudes and behaviours to safegurard the environment. We also need to work towards building our capacity for protecting and managing the environment, while ensuring sustainable development in the country.

This day creates a unique opportunity to bring together people from all over the world to make pledges and commitments to protect, preserve and regenerate our environment and ecosystem. Let us mark today by making a sincere pledge to achieve this goal.

UNDP has been supporting the Government and people of Bangladesh to face this challenge and will continue to do so in the coming years to ensure sustainable environment management, judicious use of natural resources and physical environment, formulation of appropriate peoples' right based policies and regulatory framework, as well as helping Bangladesh to meet its commitments to the global environmental agenda.

Thank you.

Andre Klap
Acting Representative
United Nations Development
UNDP, Bangladesh

সচিব
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের জনগণের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াসে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে বাংলাদেশেও ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হচ্ছে।

জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি এ বছর "২০০০ পরিবেশ সহস্রাব্দ, তৎপর হওয়ার এখনই সময়" প্রতিপাদ্য হিসাবে নির্ধারণ করেছে। বিশ্ব জুড়ে আজ পরিবেশ সমস্যার প্রেক্ষিতে জাতিসংঘ নির্ধারিত প্রতিপাদ্য বিষয় বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে।

বিশ্ব জুড়ে চলছে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ধ্বংসলীলা। গ্রীণহাউস প্রভাব, ওজোনস্তরের ক্ষয়, আবহাওয়া পরিবর্তন, মরুময়তা ইত্যাদি আন্তর্জাতিক ও অভিন্ন বিষয় ছাড়াও রয়েছে আঞ্চলিক ও দেশজ বিভিন্ন সমস্যা। উভয় সমস্যার ক্ষেত্রেই এখন বিশ্বজুড়ে বৃহত্তর ঐকমত্য সৃষ্টির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। মানবজাতির অস্তিত্বের প্রতি হুমকিস্বরূপ এই ভয়াবহ বিপর্যয় মোকাবিলায় সমগ্র মানব জাতিকে এগিয়ে আসতে হবে একই পরিবারের সদস্য হিসেবে।

বাংলাদেশ সরকার পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ রোধে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই বিশ্বব্যাপী বৃহত্তর ঐকমত্য সৃষ্টি ব্যতীত পরিবেশ বিপর্যয় রোধ সম্ভব নয়। এই প্রেক্ষিতে সরকার আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ফোরামে পরিবেশ সংরক্ষণে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে আসছে।

আমি মনে করি, সরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি আপামর জনসাধারণের ব্যাপক অংশ গ্রহণের মাধ্যমে পরিবেশ বিপর্যয় রোধ করা সম্ভব।

আমি পরিবেশ দিবস উদযাপনের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

সৈয়দ মার্গুব মোর্শেদ

In support of Environment day, everyday. RAHIMAFROOZ